সমকাল

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিশুরা রোবট নয়

আনোয়ার ফারুক তালুকদার

নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আর ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীর বয়স এক নয়। তাই বয়স বিবেচনায় তাদের বইয়ের সংখ্যা নির্ণয় করা উচিত ছিল। যদিও ইতিমধ্যে বইয়ের সংখ্যা কমানোর বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত এসেছে; কিন্তু সেটা নাকি ২০১৯ সাল থেকে চালু করা হবে। আমরা মনে করি, এই বোঝা এ বছর থেকেই নামানো উচিত

আমরা শিশুদের রোবট বানাতে চাই, নাকি মানবিক বোধসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, সে প্রশ্নের সমাধান আগে হওয়া প্রয়োজন। ওদের মতো বাড়তে দিতে হলে আমাদের নিজেদের আরও মানবিক হতে হবে। ভেবে দেখুন তো, আপনার আমার ছোটবেলায় এই শ্রেণিতে কতগুলো বই পড়েছিলাম। আমাদের মধ্যে বড় বড় সাহিত্যিক এত কম বই পড়ে কীভাবে বের হয়ে এলেন? অথচ শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বলছেন, ১৪টি বই নিয়ে ১৩টি পরীক্ষা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ পড়ে। এ বছর থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১৪টি বই দেওয়া হয়েছে। বইগুলো হলো– চারুপাঠ (বাংলা প্রথম পত্র), বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (বাংলা দ্বিতীয় পত্র), আনন্দ পাঠ্য (বাংলা দ্রুতপঠন), ইংলিশ ফর টুডে (ইংরেজি প্রথম পত্র), ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন (ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র), গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা বা গার্হস্থ্যবিজ্ঞান এবং চারু ও কারুকলা। অথচ নবম-দশম শ্রেণিতেও বই রয়েছে ১৪টি। নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আর ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীর বয়স এক নয়। তাই বয়স বিবেচনায় তাদের বইয়ের সংখ্যা নির্ণয় করা উচিত ছিল। যদিও ইতিমধ্যে বইয়ের সংখ্যা কমানোর বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত এসেছে; কিন্তু সেটা নাকি ২০১৯ সাল থেকে চালু করা হবে। আমরা মনে করি, এই বোঝা এ বছর থেকেই নামানো উচিত।

শিশুদের একটি আনন্দময় জীবন ও আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা আমাদের সবার দায়িত্ব। একই সঙ্গে বইয়ের ওজন যেমন কমানো প্রয়োজন, সেই সঙ্গে লেখাপড়ার পরিধিও। শিশু অবস্থায় লেখাপড়ার অতিরিক্ত পরিধি তার মস্তিষ্কের ওপর অধিক চাপ সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার স্তরে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। এ কারণেই দেখা যায়, অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিকে ভালো ফল করলেও উচ্চতর শিক্ষায় তারা পিছিয়ে পড়ে। তাই জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অতি দ্রুত কার্যকর করে কোমলমতি শিশুদের পিঠ থেকে তাদের বহন-অযোগ্য ভারী বইয়ের বোঝা হ্রাসে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি শিশুর ধারণক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যক্রমের পরিধি ও বইয়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

একটি শিশু যেখানে পঞ্চম শ্রেণিতে ৬টি বই পড়েছে, সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও ৮টি বই। অর্থাৎ এক লাফে ৬ থেকে ১৪টি। একটু ভেবে দেখুন, কতখানি পড়ালেখার গতি বাড়াতে হবে একটি শিশুকে? স্কুলের বইয়ের ওজন আর জ্ঞানের ভার– কোনটা বইবে শিশু?

ব্যাংকার
anwarfaruq@yahoo.com